পরিবেশ অধিদপ্তর
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা

ভূপ্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে দেশের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নানান ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন। ইতোমধ্যে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এর ফলে দেশের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কোনো কোনো প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতাও কমে গিয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০) অনুসারে বিভিন্ন সময়ে কিছু এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA/ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ-পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্রমিক	ইসিএ-র নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান		ঘোষণার বছর
			জেলা	উপজেলা	
১	সুন্দরবন	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	সাতক্ষিরা	আশাশুনি	১৯৯৯
			বাগেরহাট	মংলা মোড়েলগঞ্জ রামপাল শরনখোলা	
			খুলনা	দাকোপ কয়রা পাইকগাছা	
			পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	
			বরগুনা	পাথরঘাটা	
২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	গ্রাম, কৃষিজমি, পাহাড়, জঙ্গল, বনভূমি, সমুদ্রসৈকত, খাড়ি, বালিয়াড়ি, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় জলাভূমিসহ উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর রামু উখিয়া টেকনাফ	১৯৯৯
৩	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	বালিয়াড়ি, পাথরময় জোয়ার-ভাটা অঞ্চল,উপকূলীয় জলাভূমি ও কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	কক্সবাজার	টেকনাফ	১৯৯৯
৪	সোনাদিয়া দ্বীপ	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	মহেশখালী	১৯৯৯
৫	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ গোলাপগঞ্জ	১৯৯৯
			মৌলভীবাজার	কুলাউড়া জুড়ি বড়লেখা	
৬	টাঙ্গুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর ধর্মপাশা	১৯৯৯
৭	মারজাত বাওড়	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	১৯৯৯
৮	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা	ঢাকা মহানগর	২০০১
৯	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে		২০০৯
১০	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে		২০০৯
১১	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে		২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরের পাশে		২০০৯
১৩	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকা ও খাসিয়াপুঞ্জিসহ পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী	সিলেট	গোয়াইনঘাট	২০১৫

ইসিএ-তে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

(১) প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ;

(২) সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা;

(৩) ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;

(৪) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;

(৫) ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ;

(৬) মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

(৭) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোনো প্রকার কার্যাবলী;

(৮) নদী-জলাশয়-লেক-জলাভূমিতে বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালীসৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য অপসারণ;

(৯) যান্ত্রিক বা ম্যানুয়াল বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাথরসহ অন্য যে কোনো খনিজসম্পদ আহরণ।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্ক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে এলাকার জনগণকে সংগঠিত করে ৭৫টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group-VCG/ভিসিজি) গঠন এবং সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধন করা হয়েছে। হাকালুকি হাওরে গ্রাম সংরক্ষণ দলের সংখ্যা ২৮টি এবং কক্সবাজারে ৪৭টি। প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় গ্রাম সংরক্ষণ দলগুলোর সদস্যদের মাধ্যমে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোতেও বেশকিছু পদ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২০০৩-২০১১ সময়ে এলাকার জনগণ এবং অন্যান্য সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে কোস্টাল অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (সিডব্লিউবিএমপি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২০১০-২০১৫ সময়ে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণ এবং অন্যান্য সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া ২০১৩-১৮ সময়ে হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ এবং সুন্দরবন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড লাইভলিহুড (CREL-ECA) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বর্ণনা করা হল।

ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণ

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকূল রাস্তারপাড়া এবং টেকনাফ এলাকায় ম্যানগোভ বন (প্যারাবন) সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। কক্সবাজার সদর উপজেলার নুনিয়ারছড়ায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সৃজিত এবং সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ বন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে জানমাল সুরক্ষায় এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিকাশে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে এবং অনেক জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস।

নুনিয়ারছড়া ম্যানগ্রোভ বন, কক্সবাজার

জলজ বন সৃজন ও সংরক্ষণ

হাকালুকি হাওরে জলজ বন সংরক্ষণ এবং জলজ সৃজনের মাধ্যমে হাওরের প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। জলজ বন হাওরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বর্ষা মৌসুমে জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও শুষ্ক মৌসুমে বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস। এই বন পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

হাকালুকি হাওরে জলজ বন সংরক্ষণ

হাকালুকি হাওরে জলজ বন সৃজন

বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা

হাকালুকি হাওরে বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রতিবেশ ও মৎস সম্পদসহ জলজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পনেরটি জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অভায়শ্রমগুলো হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

হাকালুকি হাওরে জলাভূমির অভয়াশ্রম

হাকালুকি হাওরে জলাভূমির অভয়াশ্রম

সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন

সৌর শক্তিচালিত সেচ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজারে পাঁচটি সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমনে স্থানীয় কৃষকদের সেচ সুবিধায় সৌর শক্তিৎচালিত সেচ পাম্প কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

কক্সবাজারে স্থাপিত সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প

হাকালুকি হাওরে সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প

সৌর শক্তিৎচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট স্থাপন

ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা সমস্যা কবলিত কক্সবাজার সদর উপজেলার নুনিয়ারছড়ায় এবং টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপ পশ্চিমপাড়ায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে দুইটি সৌর শক্তিৎচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে লবণাক্ততাজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সৌর শক্তিৎচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট, নুনিয়ারছড়া, কক্সবাজার। প্লান্ট উদ্বোধন করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল। উপস্থিত আছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমেদ।

ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান প্রদান

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়মূলক কার্যক্রমের জন্য হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজারের গ্রাম সংরক্ষণ দলগুলোকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান (Micro Capital Grant, MCG) প্রদান করা হয়েছে। ২০০৩-২০১১ সময়ে সিডব্লিউবিএম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে দুই দফায় মোট ৮২ লক্ষ টাকা এবং ২০১০-২০১৫ সময়ে সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে ৬৮ লক্ষ টাকা। এ-ছাড়া কয়েক শত পরিবারকে বিকল্প আয়মূলক কাজের জন্য প্রকল্প হতে সরাসরি উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বামের ছবি: কক্সবাজারে এবং ডানের ছবি: হাকালুকি হাওর এলাকায় গ্রাম সংরক্ষণ দলের সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র মূলধন অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল। উপস্থিত আছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমেদ।

বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান

হাকালুকি হাওর এলাকায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কক্সবাজারে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত গ্রাম সংরক্ষণ দলের দপ্তর হিসেবে, দলের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমসহ এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে হাকালুকি হাওরে ছয়টি এবং কক্সবাজারে কক্সবাজারে চারটি মোট দশটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রে সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারিত থাকবে এলাকার নারীদের জন্য যেদিন কেবলমাত্র নারীরাই তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য কেন্দ্রটি ব্যবহার করবেন। প্রতিটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি জীববৈচিত্র্য মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, যুধিষ্টিপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, শান্তিরবাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে জীববৈচিত্র্য মিউজিয়াম

প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা

পরিবেশ টাওয়ার নির্মাণ

সমৃদ্ধ ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় পাহারার জন্য এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য হাকালুকি হাওরে দুইটি এবং কক্সবাজারে দুইটি পরিবেশ টাওয়ার নামে পরিচিতিপ্রাপ্ত ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

হাকালুকি হাওরে নির্মিত পরিবেশ টাওয়ার

কক্সবাজারে নুনিয়ারছড়া ম্যানগ্রোভ বন ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রের পাশে পরিবেশ টাওয়ার

সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণের সহযোগিতায় হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে বর্তমানে স্ট্রেংদেনিং অ্যান্ড কনসলিডেশন অব সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইকোসিস্টেম বেইসড ডেভেলপমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনজারভেশন অব দি সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের সুরক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সমন্বয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ জারি করেছে। এছাড়া সরকার বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ প্রণয়ন করেছে।

সামুদ্রিক কাছিম সংরক্ষণ কার্যক্রম

এ-ছাড়া ইসিএ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম:

(১) কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সোনাদিয়া দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে সামুদ্রিক কাছিম সংরক্ষণ

(২) হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে আবাসস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

(৩) হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফ, সোনাদিয়া দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে বৃক্ষরোপণ

(৪) সেন্টমার্টিন দ্বীপে কোরাল সংরক্ষণ

(৫) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণের মাঝে জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা বা বন্ধুচুলা প্রচলন

(৬) কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সোনাদিয়া দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে বালিয়াড়ি সংরক্ষণ

(৭) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণের বসতবাড়িতে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন

(৮) জরুরি সংরক্ষণ কাজ এবং এনফোর্সমেন্টসহ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য হাকালুকি হাওর ও কক্সবাজার এলাকার দশটি উপজেলা ইসিএ কমিটিকে ১ কোটি টাকা Endowment Fund প্রদান

(৯) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণকে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজনে ও প্রশমনে সচেতন করে তোলা।

হাকালুকি হাওরে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমেদ

হাকালুকি হাওরে জলাভূমির বন

হাকালুকি হাওরে জলাভূমির বন

হাকালুকি হাওরে কালিম পাখি

হাকালুকি হাওরে বকের সারি

নুনিয়ারছড়া ম্যানগ্রোভ, কক্সবাজার

নুনিয়ারছড়া ম্যানগ্রোভ, কক্সবাজার

সোনাদিয়া দ্বীপ

সোনাদিয়া দ্বীপে বুনো রাজহাঁস (ছবি: মোঃ জাফর সিদ্দিক)

সেন্টমার্টিন দ্বীপে জলাভূমি

সেন্টমার্টিন দ্বীপে বালিয়াড়ি